



রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা

২৭ দফা

AN OUTLINE OF
THE STRUCTURAL REFORMS
OF THE STATE

27 Points

19 December, 2022



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি
Bangladesh Nationalist Party- BNP

রাষ্ট্রী কাঠামো মেরামতের রূপরেখা

২৭ দফা

উপস্থাপনায়:

জনাব তারেক রহমান
ভারগুপ্ত চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি

দ্য ওয়েস্টিন, গুলশান, ঢাকা।

সোমবার।। ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

সূচী
Index

পৃষ্ঠা নং

- | |
|--|
| ১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি'র ভারপ্রাণ চেয়ারম্যান দেশনায়ক
তারেক রহমান কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে “রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের
রূপরেখা” উপস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ- - ০৩ |
| ২. রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা- - ০৮ |

Page No

- | |
|---|
| 3. English text of the speech delivered by Mr. Tarique Rahman,
hon'ble Acting Chairman of Bangladesh Nationalist Party- BNP
on the eve of presenting “AN OUTLINE OF THE STRUCTURAL
REFORMS OF THE STATE” before the Nation. – - 14 |
| 4. AN OUTLINE OF THE STRUCTURAL REFORMS OF THE STATE - - 21 |

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ভারস্থাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান কর্তৃক
জাতির উদ্দেশ্যে “রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা” উপস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় দেশবাসী,

আমন্ত্রিত অতিথিবন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র পক্ষ থেকে প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা
বলতে চাই। বাংলাদেশ সম্প্রতি চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পর্যন্ত। চাল,
ডাল, তেলসহ নিয়ন্ত্রণেজনীয় দ্রব্যাদি, জ্বালানি, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও
বিদ্যুতের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাঢ়ছে। পরিবহণ ব্যয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
একদিকে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি অন্যদিকে অনিবাচিত সরকারের দুঃসহ দুঃশাসন
মানুষের জীবন দুর্বিষ্ণ করে তুলেছে।

অর্থনীতির মূল খাতগুলো ক্ষমতাসীনদের যোগসাজশে একদিকে সীমাহীন দুর্নীতি,
অন্যদিকে চরম অব্যবস্থাপনার ফলে মারাত্কভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
অমার্জনীয় ব্যর্থতা, বেসরকারি ও সরকারি ব্যাংকগুলোর সীমাহীন লুটপাট ও ভয়ংকর ঝাল
কেলেংকারি আর্থিক খাতকে ভঙ্গুর করে ফেলেছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ
লোকদের অন্যায় আর্থিক সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, দায়মুক্তি
আইন, নিজস্ব উৎস থেকে গ্যাস উত্তোলনে উদ্যোগ গ্রহণ না করে জ্বালানি খাতকে
পুরোপুরি আমদানি নির্ভর করে আরও সংকটাপন্ন করে ফেলা, অনুৎপাদক খাতে মেগা
বিনিয়োগ, পুঁজিবাজারে লুটপাট সমগ্র অর্থনীতিকেই চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যমূলক স্বার্থাবেষী নীতি ও নজিরবিহীন দুর্নীতি একদিকে অর্থনীতিকে
বিপর্যন্ত করেছে, অন্যদিকে তথাকথিত উন্নয়নের ফাঁকা বুলি আউডিয়ে তারা জনগণকে
প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে চলেছে। বর্তমান ভোটারবিহীন অনিবাচিত সরকারের অনিবাচিত
প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের আশংকার কথা বলে প্রকারাত্তরে তাদের সরকারের দুর্নীতি ও
অযোগ্যতাকেই স্ফীকার করে নিয়েছে।

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, ছিনতাই, সড়ক
পথে চরম অনিরাপত্তা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় শত শত মানুষের প্রাণহানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
দলীয়করণের ফলে চরম নৈরাজ্য এবং বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে দলীয় সংগঠনে
পরিণত করবার অপপ্রয়াস বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে হরণ করছে।

এই অনিবাচিত সরকার সচেতনতাবেই একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক
কর্তৃত্বাদী, একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্বাচনব্যবস্থা সম্পূর্ণ দলীয়করণ করা হয়েছে।
নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করার ফলে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের
নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ ও সুবীল সমাজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

গণমাধ্যমকে ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইনের জালে জড়িয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে।

গুরু, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, হামলা, গায়েবী মামলা সারাদেশে মানুষের মাঝে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। ফিয়ার-ফোবিয়া সুশীল সমাজসহ সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার রোধ করে এক শ্বাসরংড়কর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দুভাগ্যজনকভাবে, সরকারের ক্ষমতায় ঢিকে থাকার উদ্ধ বাসনা, র্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বেআইনীভাবে ব্যবহার করে বিরোধী দলগুলোকে নির্মূল করছে। বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যমূলক মানবতাবিরোধী নীতির কারণে র্যাব পুরো entity হিসেবে এবং এর বাইরের কিছু কর্মকর্তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হয়েছে, যা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর। সিভিল প্রশাসনকেও পুরোপুরি দলীয়করণে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার জনগণের সাংবিধানিক অধিকারগুলোকে বিভিন্ন কালাকাননুরে মাধ্যমে হরণ করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীলনকশা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা ‘বাকশাল’ বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। গণতন্ত্রের আপোষহীন নেতৃত্বে দেশনেতৃত্ব বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল বিএনপি। দেশনেতৃত্ব বেগম খালেদা জিয়ার প্রাঙ্গ রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিএনপি নির্বাচনকালীন সময়ে ‘নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারব্যবস্থা’ সংবিধানে সংযোজন করে। যার ফলে নির্বাচনকালীন নিরূপক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল এবং স্থিতিশীল, অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। আওয়ামী লীগের অনির্বাচিত সরকার সেই ব্যবস্থা রদ করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করায় ছায়ীভাবে জাতীয় নির্বাচনব্যবস্থায় চরম আন্তর্ভুক্তি, অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে মহান মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন সাম্য, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের তিস্তিতে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে। বর্তমানে লুটেরা ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী একনায়কতাত্ত্বিক অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সেই আশা-আকাংখা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে যে, দেশপ্রেমের শপথে উজ্জীবিত এক সুকঠিন জাতীয় ঐকমত্য (national consensus) প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনো একক দলের পক্ষে বর্তমান বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃগঠন ও সংক্রান্ত

অত্যন্ত কঠিন। আর সে জন্যই চলমান আন্দোলনে জনতার বিজয় অর্জনের পর একটি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকারের পরিচালনায় একটি অবাধ নির্বাচনে বিজয়ী হলে, সবার মতামত ও সম্মতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনার নিমিত্তে, বর্তমান সরকারবিবোধী রাজপথের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ে ‘একটি জাতীয় সরকার’ গঠন করার প্রস্তাব করছি।

বিএনপি’র পক্ষ থেকে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাই হবে এই ভংগুর রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত ও আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলমন্ত্র ও প্রধান ভিত্তি। কোন পছায় প্রস্তাবিত জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হবে, কিভাবে সম্মিলিতভাবে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গড়ে তুলতে চাই এবং বর্তমান পর্যুদ্ধ রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের জন্য উক্ত জাতীয় সরকার যে সকল রাষ্ট্র রূপান্তরমূলক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করবে, আমি এখন মহান জাতির সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করছি। এটা আমাদের প্রস্তাবনা। দেশের মানুষ ও জাতির মুক্তির প্রয়োজনে এটা আমাদের দায়িত্ব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি’র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিস্তারিত রূপরেখাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন অনুগ্রহপূর্বক রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত রূপরেখাটি বিবেচনা করবেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষিত ‘১৯-দফা’ এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপি’র ‘ভিশন-২০৩০’ এর আলোকে এই রূপরেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা:

১. একটি “সংবিধান সংস্কার কমিশন” গঠন করে বর্তমান অবৈধ আওয়ামী জীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল অযৌক্তিক, বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তনসমূহ রাহিত/সংশোধন করা হবে।
২. প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক “Rainbow-Nation” প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য একটি “National Reconciliation Commission” গঠন করা হবে।
৩. একটি “নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকার” ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।
৪. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হবে।
৫. পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে “উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট

আইনসভা” (Upper House of the Legislature) প্রবর্তন করা হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে।
৮. বর্তমান “প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২” সংশোধন করা হবে।
৯. সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান পুনঃগঠন করা হবে। শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেটিং সাপেক্ষে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হবে।
১০. বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান বিচারব্যবস্থার সংক্ষারের জন্য একটি “জুডিশিয়াল কমিশন” গঠন করা হবে।
১১. একটি “প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন” গঠন করে প্রশাসন পুনঃগঠন করা হবে।
১২. মিডিয়ার সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি “মিডিয়া কমিশন” গঠন করা হবে।
১৩. দুর্নীতি নিরসনে জনগণের আকাঞ্চা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অর্থ-পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি শ্রেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী “ন্যায়পাল (Ombudsman)” নিয়োগ করা হবে।
১৪. সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। Universal Human Rights Charter অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হবে।
১৫. বিশেষজ্ঞ সময়ের একটি “অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন” গঠন করা হবে।
১৬. “ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার” এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন।
১৭. মুদ্রাস্ফীতির আলোকে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হবে।
১৮. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ খাতে দায়মুক্তি আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হবে।
১৯. বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হবে। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মধ্যে কোনো প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাশত করা হবে না এবং কোন সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আশ্রয়-প্রশ্রয় পাবে না। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উত্তরাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক ঢাল বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে ভিন্নমতের বিরোধী শক্তি এবং রাজনৈতিক বিরোধী দল দমনের অপতৎপরতা বন্ধ করা হলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে এবং আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হবে।
২০. দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।
২১. ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর

স্বাধীন, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হবে।

২২. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তাঁদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সৌন্দর্য প্রদান করা হবে।

২৩. যুবসমাজের ভিশন, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আধুনিক ও যুগোপযোগী যুব-উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

এক বছরব্যাপী অথবা কর্মসংগ্রাম না হওয়া পর্যন্ত, যেটাই আগে হবে, শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হবে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি বিবেচনা করা হবে।

২৪. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংসদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নারীদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

২৫. চাহিদা-ভিত্তিক (Need-based) ও জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge-based) শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

২৬. “সবার জন্য স্বাস্থ্য” এই নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের ‘NHS’ এর আদলে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করা হবে।

২৭. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

পরবর্তীতে যথাসময়ে অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাব ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশ করা হবে।

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের এই রূপরেখা অধিকতর সমৃদ্ধ করতে আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি'র জাতীয় ছায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এখন আমাদের প্রস্তাবিত 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের' বিস্তারিত রূপরেখা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি
যোধীত

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা

বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়া এক সাগর রত্নের বিনিময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই রাষ্ট্রের মালিকানা আজ তাহাদের হাতে নাই। বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে। এই রাষ্ট্রকে মেরামত ও পুনঃগঠন করিতে হইবে। দেশের জনগণের হাতেই দেশের মালিকানা ফিরাইয়া দেওয়ার লক্ষ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার হঠানোর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে একটি “জনকল্যাণমূলক জাতীয় ঐক্যত্বের সরকার” প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উক্ত “জাতীয় সরকার” নিম্নলিখিত রাষ্ট্র রূপান্তরমূলক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করিবে:

১. বিগত এক দশকের অধিক কালব্যাপী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখার হীন উদ্দেশ্যে অনেক অযৌক্তিক মৌলিক সাংবিধানিক সংশোধনী আনয়ন করিয়াছে। একটি “সংবিধান সংস্কার কমিশন” গঠন করিয়া সকল বিতর্কিত ও অগণতাত্ত্বিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনা করিয়া এইসব রাহিত/সংশোধন করা হইবে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সাংবিধানিক সংস্কার করা হইবে। সংবিধানে গণভোট (referendum) ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিয়া জনগণের গণতাত্ত্বিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইবে।
২. প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনৈতির বিপরীতে সকল মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সম্প্রতিমূলক “Rainbow-Nation” প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই জন্য অব্যাহত আলোচনা, মতবিনিয়ন ও পারস্পরিক বোৰাপত্তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎস্বার্থী এক নতুন ধারার সামাজিক চুক্তিতে (Social Contract) পৌঁছাইতে হইবে। এই জন্য একটি “National Reconciliation Commission” গঠন করা হইবে।
৩. বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং স্বচ্ছ গণতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি “নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার” ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।
৪. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হইবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and Balances) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচারবিভাগের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুসময় করা হইবে।
৫. পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

৬. বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্য দেশের প্রথিত্যশা শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে “উচ্চ-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা” (Upper House of the Legislature) প্রবর্তন করা হইবে।
৭. আঙ্গুভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।
৮. রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত এবং বিশিষ্টজনের অভিমতের ভিত্তিতে স্বাধীন, দক্ষ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করিবার লক্ষ্যে বর্তমান “প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২” সংশোধন করা হইবে। ইভিএম নয়, সকল কেন্দ্রে পেপার-ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করা হইবে। RPO, Delimitation Order এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন সংস্কার করা হইবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বাতিল করা হইবে।
৯. সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠিয়া সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান পুনঃগঠন করা হইবে। শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেটিং সাপেক্ষে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হইবে।
১০. বাংলাদেশের সংবিধান ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। বর্তমান বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি “জুডিশিয়াল কমিশন” গঠন করা হইবে। জুডিশিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরিসহ চাকুরীর শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে। বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় থাকিবে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অভিশংসন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত ইতোপূর্বেকার “সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল” ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইবে। এইজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হইবে। দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠিয়া কেবলমাত্র জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, বিচারবোধ ও সুনামের কঠোর মানদণ্ডে যাচাই করিয়া বিচারক নিয়োগ করা হইবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত “বিচারপতি নিয়োগ আইন” প্রণয়ন করা হইবে।
১১. দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ পরিষেবা, জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্য যোগ্য, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি “প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন” গঠন করিয়া প্রশাসন পুনঃগঠন করা হইবে। মেধা, সততা, স্জনশীলতা, দক্ষতা,

অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

১২. সুখিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মিডিয়ার সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি “মিডিয়া কমিশন” গঠন করা হইবে। সৎ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে; এই লক্ষ্যে ICT Act- 2006 এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও Digital Security Act- 2018 বাতিল করা হইবে। চাঞ্চল্যকর সাগর-রূপন হত্যাসহ সকল সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার বিচার নিশ্চিত করা হইবে।
১৩. দুর্নীতি নিরসনে জনগণের আকাঞ্চ্ছা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিগত দেড় দশকব্যাপী সংগঠিত অর্থ-পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করিয়া একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। দেশের বাহিরে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে ‘দুদকের’ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হইবে। সংবিধান অনুযায়ী “ন্যায়পাল (Ombudsman)” নিয়োগ করা হইবে।
১৪. সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গুম, খুন, বিচারবিহীনত হত্যাকাণ্ড এবং অমানবিক নিষ্ঠুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হইবে। **Universal Human Rights Charter** অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হইবে। সুনির্দিষ্ট মানবিক ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা হইবে। গত দেড় দশক যাবত সংগঠিত সকল বিচারবিহীনত হত্যা, ক্রসফায়ারের নামে নির্বিচারে হত্যা, গুম, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, নির্মম শারীরিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে।
১৫. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, কর্পোরেট নেতা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি “অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন” গঠন করা হইবে। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে প্রবৃদ্ধির সুফল সুষম বক্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ করা হইবে।
উপরোক্ত সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন, জুডিশিয়াল কমিশন, মিডিয়া কমিশন এবং অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশনগুলি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব-স্ব প্রতিবেদন দাখিল করিবে যেন সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
১৬. “ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার” এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবেন। দলমত ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতি-গোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক,

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং জীবন, সম্মতি ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হইবে।

১৭. মুদ্রাস্ফীতির আলোকে শ্রমিকদের Price-index based ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হইবে। শিশু-শ্রম বন্ধ করা হইবে। চা-বাগান, বস্তি, চরাপঞ্জল, হাওড়-বাওর ও মঙ্গাপীড়িত ও উপকূলীয় অঞ্চলের বৈষম্য দূরীকরণ ও সুষম উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে।
১৮. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ খাতে দায়মুক্তি আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হইবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে রাজক্ষেত্রণ রোখ করিবার লক্ষ্যে জনস্বাস্থবিরোধী কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হইতে বিদ্যুৎ ত্রয়ে চলমান সীমাহীন দুর্বীতি বন্ধ করা হইবে। আমদানি নির্ভরতা পরিহার করিয়া নবায়নযোগ্য ও মিশ্র এনার্জি-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপেক্ষিত গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
১৯. বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হইবে। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মধ্যে কোনো প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাশত করা হইবে না এবং কোন সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আশ্রয়-প্রশ্নয় পাইবে না। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উত্থাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক ঢাল বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিয়া এবং সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগাইয়া ভিন্নমতের বিরোধী শক্তি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদল দমনের অপতৎপরতা বন্ধ করা হইলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতায় আনিয়া শান্তি প্রদান করা সম্ভব হইবে।
২০. দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসংগঠিত, যুগে যুগে প্রযোগী এবং সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। স্বকীয় র্যাদাবাহাল রাখিয়া প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা হইবে।
২১. ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর স্বাধীন, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হইবে যেন তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন পরিমেবো প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারী মুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা হইবে। মৃত্যুজনিত কারণ কিংবা আদালতের আদেশে পদশূন্য না হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হইবে না। আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাহী আদেশবলে সাসপেন্ড/বরখাস্ত/অপসারণ করা হইবে না।
২২. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিবিড় জরিপের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হইবে এবং তাঁহাদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় র্যাদা ও দীক্ষিতি প্রদান করা হইবে। এই তালিকার ভিত্তিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হইবে। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা যাচাই-বাচাই করিয়া একটি সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

২৩. যুবসমাজের ভিশন, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করিয়া আধুনিক ও যুগোপযোগী যুব-উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে ।

এক বছরব্যাপী অথবা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, মেটাই আগে হইবে, শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হইবে । বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।

যুব সমাজের দক্ষতা (Skill Development) বৃদ্ধি করিয়া “ডেমোঘাফিক ডিভিডেভ” আদায়ের লক্ষ্যে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে । স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হইবে ।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি বিবেচনা করা হইবে ।

২৪. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে । জাতীয় সংসদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নারীদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে ।

২৫. বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করিয়া নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে চাহিদা-ভিত্তিক শিক্ষা (Need-based education) এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে (Knowledge-based education) প্রাধান্য দেওয়া হইবে । গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইবে । জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫% অর্থ বরাদ্দ করা হইবে ।

২৬. “স্বার জন্য স্বাস্থ্য” এই নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের 'NHS' এর আদলে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal health coverage) প্রবর্তন করা হইবে । জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫% অর্থ বরাদ্দ করা হইবে ।

২৭. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হইবে । প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়া হইলেও শস্য বীমা, পশু বীমা, মৎস্য বীমা এবং পোলিট্রি বীমা চালু করা হইবে । কৃষি জমির অক্রম ব্যবহার নিরসাহিত করা হইবে ।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষিত '১৯- দফা' এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপি'র 'ভিশন-২০৩০' এর আলোকে এই রূপরেখাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে ।

- পরবর্তীতে যথাসময়ে অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাব ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশ করা হইবে ।
- রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের এই রূপরেখা অধিকতর সমৃদ্ধ করিতে আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব ।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন
সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি

AN OUTLINE OF
THE STRUCTURAL REFORMS
OF THE STATE

27 Points

Presented by:

Mr. Tarique Rahman
Acting Chairman
Bangladesh Nationalist Party - BNP

The Westin, Gulshan, Dhaka.

Monday, 19 December, 2022



Bangladesh Nationalist Party - BNP

**A BRIEF OUTLINE OF
THE STRUCTURAL REFORMS
OF THE STATE**

Presented by-

Mr. Tarique Rahman
Acting Chairman
Bangladesh Nationalist Party-BNP

**My dear countrymen,
Invited guests, dear media friends,
Assalamu Alaikum.**

On behalf of Bangladesh Nationalist Party-BNP, I would like to share a few words with the people of my country. Bangladesh has recently been hit by extreme political and economic crisis. Prices of essential commodities including rice, pulses, oil, fuel, gas, petrol, diesel, kerosene and electricity are increasing by leaps and bounds. Transportation costs have increased manifold. The common masses have been bearing the extreme brunt of the cut-throat prices of the daily essentials. Unprecedented inflation on the one hand and unbearable misrule by an unelected government on the other have made life miserable for the common people.

The key sectors of the economy have totally collapsed due to the unbridled corruption and gross mismanagement in connivance with the ruling clique. The inexcusable failure of the central bank, the endless plundering of private and public banks and vicious loan scams by different banks have crippled the corrupt financial sector. Unnecessary investments in the power sector for the purpose of giving unfair financial benefits to the party cronies, the impunity Act, making the energy sector completely dependent on imports without taking initiative to extract gas from our own sources, massive investments in unproductive

mega projects, the capital market scams etc have pushed the entire economy to the edge of extreme disaster. The unprecedented corruption coupled with notorious vested interest policies of the ruling party has devastated the economy. With empty slogans of fake development the ruling party has been deceiving and misleading the people. The unelected Prime Minister of the current unelected government has, in other words, admitted her corruption and the incompetence of her government while predicting the fear of an impending famine!

Law and order situation in the country has sunk to rock bottom. Numerous incidents of murder, rape, dacoity, hijacking, extreme insecurity on the roads and highways, and death of hundreds of road accident victims are being reported every day. Educational institutions are in complete disarray due to politicized administration. Judiciary has become dysfunctional. Independence of judiciary has been snatched away by taking its absolute control by the ruling party.

This unelected government has established an authoritarian and dictatorial regime with the aim of establishing one-party rule. The electoral system has been turned completely partisan. The 2014 and 2018 elections were not acceptable at the national and international level because of the abolition of the provision of the election time Care-Taker government.

Dear media friends, and respected members of civil society!

Freedom of expression, freedom of speech and freedom of the press have been throttled under series of repressive legislations like the infamous Digital Security Act.

Cases of enforced disappearances, extra-judicial killings, murders, rapes, abductions and assaults have unleashed a reign of terror across the country. Fear-psychosis has created a suffocating environment, preventing the civil society and general masses from exercising their right to speak. Unfortunately, RAB, Police and other law enforcement agencies are being illegally used by the government to crush opposition to

hold on to state power. It's a shame for the nation that the US has imposed sanction on RAB as an entity and some other officials because of their gross human rights violations and the ill-motivated inhuman policies of the current government. The civil administration has also been politicized and forced to be partisan. The current fascist government has been carrying on implementing the blueprint of establishing a one-party rule system by usurping the constitutional rights of the people through various black laws.

Dear Countrymen,

Bangladesh Nationalist Party-BNP, under the leadership of martyred President Ziaur Rahman, abolished the one-party rule 'BaKSAL' and established multi-party democracy in the country. Under the leadership of uncompromising leader of democracy 'deshnetri' Begum Khaleda Zia, BNP brought back parliamentary democracy from presidential system. BNP introduced the election time 'Non-Party Care-Taker Government' system by amendment of the constitution under the wise leadership of 'deshnetri' Begum Khaleda Zia. As a result, the next few elections held under election time 'Non-Party Care-Taker Government' system were acceptable home and abroad, and an opportunity was created to develop a free, fair, stable, participatory and acceptable electoral system in the country. Extreme mistrust, instability and uncertainty in national electoral system permanently set in, as the unelected Awami League government introduced the system of holding national election under the ruling party by abolishing the 'Non-Party Care-Taker Government' system in the constitution.

Dear Countrymen,

In 1971, the great freedom fighters liberated the country with the sacrifice of millions of martyrs through the war of liberation with a view to building a welfare state based on equity, human values and social justice. Currently, the fascist dictatorial and

unelected Awami League government has shattered the hopes and aspirations of the people. The goals and objectives of independence have not been achieved.

Bangladesh Nationalist Party-BNP believes that without forging a solid national consensus by solemn oath of patriotism, it will be challenging for one single party to rescue the distressed economy and rebuild and repair the country's dismal political system. And that is why, once the people become victorious in overthrowing the fascist regime, and after the people's victory in a free, fair, inclusive and credible election under the management of an election-time neutral Care-Taker government, we do hereby propose to form a "**National Government**" comprising of all the political parties currently participating in the ongoing anti-government democratic movement, for the sake of running the country with the opinion and consent of all.

On behalf of BNP, we would like to declare in clear terms that establishment of national unity will be the core principle and the principal basis for repairing this fragile state and its running in the future.

I would now like to formally present before the great nation a very brief '**Outline of the Structural Reforms of the State**' to be undertaken by the proposed National Government. The outline will reflect the way the proposed national unity will be established, how we would like to collectively build up our beloved motherland, and how the reform measures will rescue and transform the desolated state. This is our '**Propositions**'. We believe that at this point of time this is our responsibility to present these propositions for the rescue and true liberation of the people and for greater national unity.

Dr. Khandaker Mosharraf Hossain, member of National Standing Committee of Bangladesh Nationalist Party- BNP will present the detailed outline before you.

All political parties and organizations currently participating in the ongoing democratic movement would please consider this ‘Outline of the Structural Reforms of the State’ for the sake of greater national interest.

This ‘Outline of the Structural Reforms of the State’ has been prepared in line with the ‘19- Points’ of Late President Ziaur Rahman and BNP’s ‘Vision- 2030’ declared by ‘deshnetri’ Begum Khaleda Zia.

Dear countrymen,

Following is a brief outline of the proposed structural reforms of the state:

1. A “Constitution Reform Commission” will be set up to repeal/amend all unreasonable, controversial and undemocratic constitutional amendments.
2. An inclusive “Rainbow-Nation” will be established based on Bangladeshi nationalism, as opposed to the politics of vengeance. A "National Reconciliation Commission" will be formed in this regard.
3. An “Election Time Non-party Care-Taker Government” system will be introduced.
4. The executive power of the President, the Prime Minister and the Cabinet of Ministers will be balanced.
5. No one shall serve as the President and the Prime Minister for more than two consecutive terms.
6. In addition to existing legislative system, an ‘Upper House of the Legislature’ will be established to run the state with expertise.
7. The issue of amendment of Article 70 of the constitution will be examined, in order to ensure scope to the Members of the Parliament to express independent opinion in the Parliament.
8. The existing “Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointment Act, 2022” shall

- be amended.
- 9. All constitutional, statutory and public institutions will be reconstituted.
 - 10. Effective independence of judiciary will be ensured.
 - 11. An “Administrative Reforms Commission” shall be set up for restructuring the administration.
 - 12. A ‘Media Commission’ will be set up for comprehensive reforms.
 - 13. There will be no compromise on corruption. A white paper will be published on investigating money-laundering and corruption. "Ombudsman" will be appointed as given under the constitution.
 - 14. Rule of law will be established at all levels. Human rights will be implemented as per Universal Human Rights Charter.
 - 15. An “Economic Reforms Commission” consisting of experts will be constituted.
 - 16. Every individual will enjoy the right to perform respective religious activities based on the principle of “Religion belongs to respective individual; state belongs to all.”
 - 17. Fair wages of the working class will be ensured in keeping with inflation.
 - 18. All black laws including the Indemnity Act in the power, energy and mineral sector will be repealed.
 - 19. The national interest of Bangladesh will be given the highest priority in case of foreign relations. No terrorist activity shall be tolerated on the soil of Bangladesh. Stern measures shall be taken against terrorism, extremism and militancy. The use of terrorism as political tool to suppress the dissents and opposition political parties by misusing the anti-terrorist law will be stopped. This will facilitate identify the real terrorists and ensure punishment under the process of law.
 - 20. The Armed Forces shall be appropriately developed imbued with the supreme spirit of patriotism for

safeguarding the sovereignty of the country.

21. Local government institutions will be made more independent, strong and empowered for greater decentralization of power.
22. A list of the martyrs of the liberation war will be prepared under state initiative.
23. Modern and time-befitting youth development policies will be formulated in keeping with the vision, thoughts and aspirations of the youth.

Unemployed educated youth will be given 'Unemployment Allowance' till he/she gets employed, or for one year, whichever occurs earlier.

Increase in age-limit for entry into the government service will be considered in keeping with the international standard.

24. Specific programs will be adopted to ensure women-empowerment.
25. Need-based and knowledge-based education will be given priority.
26. Based on the principle of "health for all", universal health care will be introduced in line with "NHS" in the United Kingdom.
27. Fair price of agricultural produce will be ensured.

Other thematic reform propositions and development programs will be announced in due course.

Constructive suggestions, if any, to further enrich this 'Outline of the Structural Reforms of the State', are most welcome in the larger interest of the nation.

Dr. Khandaker Mosharraf Hossain, respectable Member of National Standing Committee of Bangladesh Nationalist Party-BNP will now please present before you the detailed 'Outline of the Structural Reforms of the State'.

Thank you all.

AN OUTLINE OF
THE STRUCTURAL REFORMS
OF THE STATE

The ownership of the state that the people of Bangladesh established with the objective of democracy, equality, human dignity, and social justice, through a war of liberation for a sea of blood is no more in their hands. The current authoritarian government has totally shattered the structure of the state of Bangladesh. The state has to be repaired and rebuilt. With the aim of returning the ownership of the country back to its people, a '**Public-welfare government of national consensus**' will be established with all the political parties participating in the ongoing mass movement, after winning a free, fair, credible and participatory election.

The '**National Government**' will undertake the following transformative reform measures.

1. Over more than a decade the illegal Awami League government has irrationally brought about many illogical amendments to the basic structure of the constitution with the evil intention of clinging to state power. A 'Constitution Reforms Commission' will be formed to repeal/ amend all controversial and undemocratic constitutional amendments and changes after proper review. Democratic rights of the people shall be re-established through revival of 'referendum' in the constitution.
2. An inclusive and egalitarian 'Rainbow Nation' as opposed to the spirit of vengeance shall be established based on Bangladeshi nationalism through amalgamation of diverse views and paths. To achieve this, a new forward-looking '**Social Contract**' is a must through

continuous dialogue, exchange of views and mutual understanding. A '**National Reconciliation Commission**' shall be formed in this regard.

3. In order to restore democracy and right to vote and give democratic process a permanent, constitutional and institutional shape, a '**Poll-time non-partisan caretaker government system**' will be introduced.
4. A balance shall be put in place in the executive power of the President of the Republic, the Prime Minister of the government and the Cabinet of Ministers. The powers, responsibilities and duties of the Executive, the Judiciary and the Legislature shall be readjusted with the goal of establishing Checks and Balances in the state power.
5. **No one shall serve as the President and the Prime Minister for more than two consecutive terms.**
6. In addition to existing legislative system, an '**Upper House of the Legislature**' will be established comprising eminent educationists, professionals, political scientists, sociologists and persons with administrative experience to run the state with expertise.
7. The issue of amendment of Article 70 of the constitution will be examined, in order to ensure scope to the Members of the Parliament to express independent opinion in the Parliament, except in case of no-confidence motion, Finance Bill, Constitution Amendment Bill and issues involving national security.
8. The current '**Chief Election Commissioner and other Election Commissioners' Appointment Act- 2022**' will be amended for the sake of constituting a new effective election commission comprising independent, efficient, impartial, acceptable and determined persons based on the opinion of the political parties and distinguished personalities. Voting in all the centres will be ensured by

paper ballot, and not by EVM. The RPO, the Delimitation Order, and the law for registration of political parties will be reformed. Use of party symbol in the local government election will be annulled.

9. All the constitutional, statutory and public institutions shall be reconstituted in a move to restore transparency, accountability and credibility rising above parochial political lines. Appointment to the constitutional and other key posts in these institutions shall be subject to vetting by the parliamentary committee through hearing.
10. Effective independence of judiciary will be ensured in line with the Bangladesh Constitution and the Masdar Hossain Case verdict. A '**Judicial Commission**' will be formed to reform the existing judicial system. The Supreme Court will administer the service discipline including control, transfer, promotion, and grant of leave of the persons appointed in the judicial service and that of the judicial magistrates. A separate secretariat for the judiciary will be established to function under the Supreme Court. The erstwhile '**Supreme Judicial Council**' enshrined in the constitution, shall be reintroduced to deal with the issues like impeachment of the Supreme Court Judges. For this, necessary amendments to the constitution will be made. The judges of the higher judiciary shall be appointed strictly on the basis of standard of knowledge, wisdom, morality, patriotism, reputation and sense of judgment rising above party considerations. In order to appoint judges of the Supreme Court, a law outlining specific qualifications and standards will be enacted according to Article 95/C of the constitution.
11. An '**Administrative Reforms Commission**' comprising qualified and experienced persons shall be set up with the objective of building up a service-oriented public and police administration imbued with patriotism. Merit,

integrity, creativity, competence, experience and training will be the sole yardstick for appointment, transfer and promotion in civil and military administration.

12. A '**Media Commission**' will be set up comprising former Supreme Court Judge, media professionals and learned, experienced and acceptable media personalities for comprehensive reforms in the media sector. Environment for honest and independent journalism will be restored. For this purpose the ICT Act- 2006 will be amended and Digital Security Act- 2018 will be repealed. Trial of all cases of murder and torture of the journalists including sensational Sagar-Runi murder case will be ensured.
13. There will be no compromise on corruption. A **white paper** will be published on investigating money laundering and corruption that took place over the last one decade and a half, and persons identified as responsible shall be brought to book. Adequate administrative and legal measures will be taken to bring back home the money laundered outside the country. Transparency and accountability shall be ensured in the Anti-Corruption Commission through systematic reforms, in addition to reforming Anti-Corruption Commission and Anti-Corruption law. '**Ombudsman**' will be put in place as provided under the constitution.
14. Rule of law will be established at all levels. Human values and human dignity shall be restored. The heinous culture of enforced disappearances, murder, extrajudicial killings and inhuman physical and mental torture will take an end. Human rights will be implemented as provided under '**Universal Human Rights Charter**'. Appointment to the Human Rights Commission shall be made based on strict and specific criteria. Trial of all the persons directly or indirectly responsible for all extrajudicial killings, indiscriminate killings in the name of crossfire, enforced disappearances, murder, abduction, rape, inhuman physical torture and all cruel and inhuman crimes committed over more than a decade, shall be ensured.

15. An ‘**Economic Reforms Commission**’ will be formed comprising renowned economists, researchers, experienced bankers, corporate leaders and people with administrative experience to ensure economic justice. Disparity between the poor and the rich will be eliminated through equitable distribution of the benefits of growth to implement equity and social justice.

The Constitution Reforms Commission, the Administrative Reforms Commission, the Judicial Commission, the Media Commission, and the Economic Reforms Commission will submit their respective reports within a definite timeframe so that relevant recommendations could be fast implemented.

16. Every individual will enjoy full right to exercise respective religious activities based on the fundamental principle of “Religion belongs to respective individual; state belongs to all.” Social, political, cultural, economic, religious and civil rights as well as security of life, property and dignity of the people including ethnic minority in the hills and plains irrespective of political affiliations, race, colour, caste and creed, as provided under the constitution, shall be ensured.
17. Fair wages of the working class will be ensured in keeping with inflation. Child labour will be stopped. Special programmes will be implemented for equitable growth and eradication of disparity in the disadvantaged regions like tea gardens, slums, sands, haors and coastal belt.
18. All black laws including Indemnity Act in the power, energy and mineral sectors will be repealed. The endless corruption currently being pursued in purchase of electricity from the anti-people quick rental power station shall be stopped in order to prevent hemorrhaging in the national economy. Adequate steps will be taken for renewable and mixed energy based power generation.

Appropriate measures shall be taken for exploration and tapping of the neglected gas and mineral resources to cut import dependency.

19. **In terms of foreign relations, the national interest of Bangladesh will get the topmost priority. No terrorist activity shall be tolerated on the soil of Bangladesh. Stern measures shall be taken against terrorism, extremism and militancy. The use of terrorism as political tool to suppress the dissents and opposition political parties by misusing the anti-terrorist law will be stopped. This will facilitate identify the real terrorists and ensure punishment under the process of law.**
20. To protect the sovereignty of the country, the Defence Forces will be well organized in a time befitting manner imbued with the spirit of patriotism. Defence forces will be kept above all controversies with its distinct dignity intact.
21. In a bid to comprehensive decentralization of power, the local government institutions will be made more independent, strong and empowered. These institutions will be brought under strict accountability so that they can play effective role in different development and service-oriented works including health and education. Independent local government will be ensured free from the interference of the local administration and any public representative whatsoever. Appointment of government administrator in any local government institution will be stopped, except for vacancy created due to death of the incumbent or by an order of the court. An elected local government representative shall not be suspended/dismissed/removed by executive order unless sentenced by the court.
22. A list of the martyrs of the liberation war will be prepared under state initiative on the basis of intensive survey and they will be accorded due state status and recognition.

Welfare policy for the martyred freedom fighter families will be formulated and implemented on the basis of the list. An accurate list of the freedom fighters will be prepared on intensive verification.

23. Modern and time-befitting youth development policies will be formulated in keeping with the vision, thoughts and aspirations of the youth.

Unemployed educated youth will be given '**Unemployment Allowance' till he/she gets employed, or for one year, whichever occurs earlier**'. Multiple pragmatic programs will be taken to deal with unemployment problem.

Visible steps will be taken to achieve demographic dividend by enhancing the skill of the youth. Necessary investment shall be made to develop human resources with utmost importance on health, education and nutrition.

Increase in age-limit for entry into the government service will be considered in keeping with the international standard.

24. Specific programs will be taken to ensure empowerment of women. Women will be given preference, in principle, with regard to nomination for national parliament election. Initiative will be taken to increase women representation in the local government.
25. Need-based education at lower and mid-level and knowledge-based education at the tertiary-level will be given priority by removing current anarchy in the education sector. Special emphasis will be laid on research. 5% of GDP will be allocated in the national budget for education sector.
26. Based on the principle of '**Health for all**', universal health care will be introduced in line with '**NHS**' in the United Kingdom. 5% of GDP will be allocated for health

sector.

27. Fair price of agricultural produce will be ensured. Crop insurance, livestock insurance, fisheries insurance and poultry insurance will be introduced by extending subsidy-support, if so required. Non-agricultural use of agricultural land will be discouraged.

This ‘Outline of the Structural Reforms of the State’ has been prepared in line with the ‘19- Points’ of Late President Ziaur Rahman and BNP’s ‘Vision- 2030’ declared by ‘deshnetri’ Begum Khaleda Zia.

- Other thematic reform propositions and development programs will be announced in due course.
- Constructive suggestions, if any, to further enrich this **‘Outline of the Structural Reforms of the State’**, are most welcome in the larger interest of the nation.

Dr. Khandaker Mosharraf Hossain
Member, National Standing Committee
Bangladesh Nationalist Party- BNP

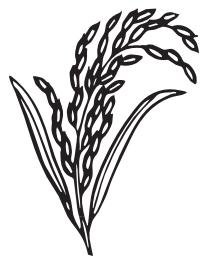


Note.....

Note.....

Note.....

Note.....



**“BNP wants to hand over the lost
ownership of the country
back to her people”**

—Begum Khaleda Zia

“Take Back Bangladesh”

— Tarique Rahman



Bangladesh Nationalist Party-BNP